বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইটঃ www.berc.org.bd

বিজ্ঞপ্তি

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০১৩.১২-৬৪৮৮

তারিখ ঃ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৩ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত আদেশ মোতাবেক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (তার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো, যা খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

১. **বিলম্ব-পরিশোধ মাশুলঃ**

সকল গ্রাহক শ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল প্রযোজ্য হবে।

২. **মূল্য সংযোজন করঃ**

প্রযোজ্য গ্রাহক শ্রেণির বিদ্যুৎ বিলের উপর সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

৩. **পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জঃ**

ক) অনুমোদিত লোড ২০ কি.ও. এর উর্ধ্বের সকল তিন ফেজ এলটি—এ (আবাসিক), এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প), এলটি—ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং এলটি—ই (বাণিজ্যিক ও অফিস) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

খ) তিন ফেজ সকল এলটি—সি ২ (নির্মাণ), এবং এলটি—ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) এর শুধুমাত্র পানির পাম্প গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

গ) সকল এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

ঘ) উপরে উল্লিখিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবেঃ

১) সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯৫ থেকে পিএফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কম এর জন্য গ্রাহকের বিলের এনার্জি চার্জের ওপর ০.৭৫ শতাংশ হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

২) পর পর ৩ (তিন) মাস পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং চতুর্থ মাসেও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

৩) উপরে উল্লিখিত কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া গ্রাহককে যথাযথ শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপন এবং প্রযোজ্য পুনঃসংযোগ চার্জ প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করা যাবে।

৪) এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ **বিল মাস এপ্রিল ২০১৮** থেকে কার্যকর হবে।

৪. **নিরাপত্তা জামানতঃ**

ক) নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবেঃ

গ্রাহক শ্রেণি		অনুমোদিত লোড সীমা (কি.ও.)	জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি—এ এবং এলটি—বি	২ কি.ও. পর্যন্ত	৪০০.০০
২	এলটি—এ এবং এলটি—বি	২ কি.ও. এর উর্ধ্বে	৬০০.০০
৩	এলটি—সি ১, এলটি—সি ২, এলটি—ডি ১, এলটি—ডি ২, এলটি—ই এবং এলটি—টি	সকল	৮০০.০০
৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

খ) প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে না।

গ) প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যমান মিটার প্রতিস্থাপন করা হলে পূর্বের নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করতে হবে।

৫. **অনুমোদিত লোডসীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন**

ক) কোনো গ্রাহকের অনুমোদিত লোড হতে তার মিটারের রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা বেশি হলে অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য নির্ধারিত হারের দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড রেট/চার্জ প্রযোজ্য হবে।

খ) কোনো গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা ক্রমাগতভাবে ৩ (তিন) মাস অনুমোদিত লোডের ১১০% অতিক্রম করলে সর্বোচ্চ চাহিদা কমানো অথবা অতিরিক্ত লোড অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্য নোটিশ দিতে হবে। চতুর্থ মাসেও সর্বোচ্চ চাহিদা অনুমোদিত লোডের ১১০% এর বেশী হলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

গ) কোনো গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুসারে লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে নিয়মমাফিক তার স্থাপনার অনুমোদিত লোড বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ঘ) কোনো গ্রাহকের বিদ্যমান অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করা যাবে না।

৬. **সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প এবং কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের বিলিংঃ**

এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) শ্রেণির গ্রাহক সেচ মৌসুমের পর এবং এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক মৌসুমের পর কিংবা অন্য কোন কারণে (গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী) প্রযোজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবেন। পুনরায় সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পুনঃসংযোগ চার্জ প্রযোজ্য হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকালীন সময়ে ডিমান্ড চার্জ বা অন্য কোনো চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৭. **ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনঃ**

ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন এলটি—ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি—ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং সকল এমটি, এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহক আঙিনা ব্যতিত অন্যান্য নিম্নচাপ স্থাপনায় ব্যাটারি চার্জিং করা হলে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উক্ত সংশ্লিষ্ট স্থাপনার শ্রেণিতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৮. **গ্রামীণ এলাকার পানির পাম্পঃ**

গ্রামীণ এলাকায় জনস্বাস্থ্যে/আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এলটি—ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং এসকল গ্রাহককে বর্তমানে অন্য যে শ্রেণিতেই বিল করা হোক না কেন সেগুলো **বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭** থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ শ্রেণিতে রূপান্তর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৯. **প্রযোজ্যতাঃ**

ক) এলটি—সি ২ঃ নির্মাণ

১) ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রীজ, ফ্লাই ওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) ৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত এরূপ বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্ধারিত অনুমোদিত চাহিদার ভিত্তিতে এমটি—৪ অথবা এইচটি—৪ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ যথাযথ শ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।